সংবাদ

তারিখ 0 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির অনিয়মের সমাধান করতে হবে

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের (সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার) পদোন্নতির বহুমাত্রিক জটিলতা দীর্ঘদিনের। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে অথবা একই সরকারের আমলে বিভিন্ন সময়ে পদোন্নতি দানকালে এই সংকট মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এর মূল কারণ পদোন্নতি দানের একক কোন নিয়মনীতি কোনকালেই অনুসরণ করা হয়নি। এখনো হচ্ছে না। বিভিন্ন স্বার্থ গ্রুপের প্রাধান্যের প্রভাবে বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত হয়ে আসছে কারা পদোন্নতি পাবেন আর কারা পাবেন না। প্রেসার গ্রুপের স্বার্থ এবং অনেক সময় রাজনৈতিক সমীকরণ এভাবেই সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি, পদায়ন এবং বদলি নির্ধারিত হয়ে আসছে। যার ফলে কখনো জ্যেষ্ঠতা, কখনো বিষয় প্রাধান্য পেয়েছেন আবার জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের প্রশ্নেও রয়েছে হাজারো জটিলতা। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিও সমানভাবে ছিল কার্যকর।

বর্তমান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে এর ব্যত্যয় ঘটবে এমন একটি প্রত্যাশা আমাদের ছিল। দেখা গেল যথা পূর্বং, তথা পরং। অর্থাৎ সরকারি কলেজ শিক্ষকদের মূল সমস্যাগুলোর ন্যূনতম সমাধান বর্তমান সরকারের আমলেও হলো না। পদোন্নতিসহ বিভিন্ন পেশাগত অধিকার থেকে শিক্ষকদের বঞ্চনা আগের মতোই চলছে।

সংবাদ গত শনিবার জানিয়েছে, ১২ এপ্রিলের বিসিএস শিক্ষা সাধারণ ক্যাডারে বিভিন্ন পদে পদোন্নতির প্রজ্ঞাপনে ব্যাপক অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে যোগ্য ও দক্ষ অনেক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি বঞ্চিত রেখে অযোগ্য এবং যাদের বিভাগীয় মামলা চলমান আছে এমন কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এমনকি প্রায় তিন বছর আগে মৃত এক ব্যক্তিকে পর্যন্ত পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। খবরে অভিযোগ করা হয়, বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির (ডিপিসি) সভায় পদোন্নতির জন্য যাদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছিল, সেই তালিকা কাটছাঁট করে তদবিরকারী কর্মকর্তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও তা সংরক্ষণের কথা বলে যোগ্য কর্মকর্তাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে। আবার অনেক বিষয়ে শূন্য পদের চেয়ে বেশি পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া কিছু বিষয়ের শিক্ষককে ঢালাওভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। আর পদোন্নতির ১০ ভাগ সংরক্ষিত কোটা কেবল দু-একটি বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রেই কার্যকর করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, সুবিধাভোগী আমলা ও বিসিএস শিক্ষা সমিতির কর্তাব্যক্তিরা সম্মিলিতভাবে এ অনিয়ম করেছে।

অর্থাৎ সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির অনিয়মের সেই পুরনো ধারারই পুনরাবৃত্তি হলো। আমরা চাই, নিরপেক্ষভাবে সাম্প্রতিক পদোন্নতি সম্পর্কে এই অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত হোক। যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয় তবে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

তারপরেও আমরা বলব, এই অনিয়মের অভিযোগ খণ্ডন করা খুব কঠিন। কারণ পদোন্নতির কোন একক এবং স্থির নিয়মনীতি যেখানে নেই, একেক সময় একেক নিয়ম, সেখানে অনিয়ম প্রমাণ করা যায় না।

যদি বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কোন স্থায়ী সমাধান চায় তাহলে পদোন্নতি দেয়ার প্রক্রিয়ায় একক নিয়ম কার্যকর করতে হবে। আর তা হলো ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি। শূন্য পদের প্রশ্ন নয়, জ্যেষ্ঠতা এবং আনুষঙ্গিক শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পদোন্নাতি দিতে হবে সবাইকে। এটা করা গেলে পদোন্নতিজনিত বদলি নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতারও নিরসন হতো। সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সাম্প্রতিক পদোন্নতি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ দুঃখজনক। আমরা চাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সাফল্যের মতো, বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলি সমস্যারও কাঙ্ক্ষিত সমাধান মিলবে।